মামলুক সিরিজ-৪

নুরুদ্দিন খলিল

ক্রুসেডার ও মোঙ্গলদের
প্রতিহতকারী মহানায়ক

সুলতান মানসুর কালাউন

মামলুক সিরিজ-৪

ক্রুসেডার ও মোঙ্গলদের প্রতিহতকারী মহানায়ক

সুলতান মানসুর কালাউন

নুরুদ্দিন খলিল

অনুবাদক : **হামিদুর রহমান মাদানি**

সম্পাদক : **ইলিয়াস মশহুদ**

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৮০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক

নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-9-2

Sultan Mansur Qalaun
by **Nuruddin Khalil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

লেবাননযুদ্ধে
বুক উঁচু করে দাঁড়ানো
শহিদদের প্রতি।

প্রকাশকের কথা

ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মামলুক সালতানাত। এই সাম্রাজ্যের মহান সুলতানদের নিয়ে 'মামলুক সিরিজ' নামে আমরা এই গ্রন্থসহ মোট চারটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। সিরিজের প্রথম গ্রন্থ *সুলতানা শাজারাতুদ দুর* এই গ্রন্থেরই লেখক ইতিহাসবিদ নুরুদ্দিন খলিল। দ্বিতীয় গ্রন্থ *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ*। লিখেছেন ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ *সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স*। লিখেছেন ইমরান আহমাদ। মামলুক সালতানাতের ওপর আরও কিছু কাজ করার ইচ্ছা আছে। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। লেখক গ্রন্থটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে রচনা করেছেন। অবশ্য সুলতানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এতে স্থান পেয়েছে; তিনি খুঁটিনাটি আলোচনা করেননি বা বিস্তারিত আলোচনা করেননি। সুলতান কালাউনকে নিয়ে ইতিহাসের গলিপথের অনেক কিছু লেখক এত সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন যে, এই সিরিজের আগের বইগুলো পড়া না থাকলে কিছু বিষয় বুঝতে পাঠকের কষ্ট হতে পারে।

গ্রন্থটির আলোচনাগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এটার অনুবাদ আর সম্পাদনা করতেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ, সামান্য আলোচনার মধ্যেই অনেকের নাম, তাদের সাম্রাজ্য বা ইতিহাসের কথা উঠে এসেছে। তো এগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিয় না থাকলে বাস্তবেই সাবলীলভাবে অনুবাদ করা কঠিন একটা কাজ। আর নামগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণ বের করা তো আরও জটিল।

অনুবাদক হামিদুর রহমান মাদানি সাবলীল অনুবাদ এবং নামগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণ বের করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। তিনি নিজেও অনেক তথ্য যাচাই-বাছাই করেছেন। বিভিন্ন নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো নামের সঙ্গে ইংরেজি নামও জুড়ে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থর মতো পুরো গ্রন্থটিকে অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম দিয়ে চমৎকারভাবে বিন্যাস করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থের একেবারে শুরুতে

একটা মুখবন্ধ লিখেছেন। এটা পড়লে পাঠকের সামনে অনেক বিষয় স্পষ্ট হবে এবং গ্রন্থটি বুঝতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী ও মুতিউল মুরসালিন। আমি নিজেও আদ্যোপান্ত পড়েছি।

তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারও নজরে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। আল্লাহ আমাদের সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ অক্টোবর ২০২২

অনুবাদকের কথা

অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইতিহাস। এ জন্য ইতিহাসকে বলা হয় বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সেতুবন্ধন। ইতিহাসের দর্পণে মানুষ দেখতে পায় অতীতের নানা ঘটনা। বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে পুরানো নানা স্মৃতি-প্রবাহ। নিজেকে বর্তমানে আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে পারে সেখান থেকে অর্জিত শিক্ষা-উপদেশ।

মামলুক সাম্রাজ্য একটি মুসলিম শাসনামল। শতাব্দীব্যাপী তাঁরা বীরবিক্রমে ক্ষমতায় ছিলেন। মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের মতো শক্তিশালী শত্রু একের পর এক পরাজিত হয়েছে তাঁদের হাতে। শিক্ষা-শিল্প, নগরায়ন, উন্নত চিকিৎসাসহ জনগণের স্বার্থে নানা শাখায় অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাঁদের হাতে। সমৃদ্ধ এই সাম্রাজ্যের প্রাণপুরুষ সুলতান মানসুর কালাউনের জীবন ও শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর ধারাবিবরণী স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

ইতিহাসের শিক্ষামূলক দিকগুলো অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু সেই ইতিহাস যদি রচিত হয় অসৎ লোকের হাত ধরে কিংবা বিশেষ কোনো দল-মতের অন্ধ অনুসারী বা প্রভাবিত কারও মস্তিস্কপ্রসূত, তখন নিদারুণ বিপদ। চিত্র পুরোটাই পালটে যেতে পারে তখন। মামলুক সাম্রাজ্য এবং এর কীর্তিমান কাণ্ডারিদের ব্যাপারে ঠিক সেটাই ঘটেছে। পশ্চিমাদের ছত্রছায়ায় নানাভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। জন্ম দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের নামে বিকৃত অনেক আবর্জনা।

পশ্চিমাদের বিকৃত ইতিহাসের সমুচিত জবাব এবং বাস্তব-সত্যতার বিচারে ইতিহাসের সেই আলোকিত সময় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন মিসরীয় বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ নুরুদ্দিন খলিল। কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ আমার প্রতি তাঁর সুধারণার ভিত্তিতে গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব আমাকে দেন। নিজের অযোগ্যতা, অলসতা এবং ব্যস্ততা—সবমিলিয়ে গ্রন্থটির কাজ করতে অনেক দেরি

হয়। সে জন্য কালান্তর পরিবার, পাঠকমহলসহ সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। অবশেষে বইটি আলোর মুখ দেখছে সেটাই এখন মূখ্য। ফালিল্লাহিল হামদ।

ভুল-শুদ্ধ মিলেই মানুষ। কোথাও গড়মিল পেলে অবশ্যই অবগত করবেন। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

হামিদুর রহমান মাদানি
৮ অক্টোবর ২০২২

সূচিপত্র

ইতিহাসের মহানায়ক সুলতান মানসুর কালাউন # ১৩

অগ্রকথা # ১৬

ভূমিকা # ১৮

প্রথম অধ্যায়

ক্ষমতা গ্রহণের আগে কালাউন # ২৩

এক	: কালাউনের পরিচয়	২৩
দুই	: প্রথম কয়েক বছর	২৪
তিন	: জহির বাইবার্সের সঙ্গো কালাউন	২৫
চার	: কালাউন ও জহির বাইবার্সের সন্তানাদি	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতান মানসুর কালাউন আলফি সালিহি নাজমি # ৩৯

এক	: কালাউন যখন রাষ্ট্রনায়ক	৩৯
দুই	: রাজত্ব পরিচালনায় কালাউন	৩৯
তিন	: অভ্যন্তরীণ ফিতনা দমনে কালাউন	৪০
চার	: সুলতান কালাউনের পররাষ্ট্রনীতি	৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

সভ্যতার চাষাবাদ ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা # ৪৮

এক	: সাংস্কৃতিক তৎপরতা	৪৮
দুই	: মসজিদে নববি	৫২
তিন	: মোঙ্গালদের ইসলামগ্রহণে কালাউনের পৃষ্ঠপোষকতা	৫২

চতুর্থ অধ্যায়

মানসুরি হাসপাতাল # ৬৪

এক	: একটি ঐতিহাসিক পাঠ	৬৪
দুই	: ওয়াকফ-সম্পত্তি	৬৫
তিন	: হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনা	৬৬
চার	: চিকিৎসায় প্রযুক্তি	৬৭
পাঁচ	: উৎসব বর্ষ	৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতান কালাউনের যুদ্ধজীবন # ৭৭

এক	: উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ও তারিখ	৭৭
দুই	: শাইজার ও সাহয়ুন শহর দখল	৭৮
তিন	: হিমসের যুদ্ধ	৭৯
চার	: পর্যবেক্ষণ-দুর্গ নিয়ন্ত্রণ	৮৭
পাঁচ	: সাইদা ও আক্কায় ফিরিঙ্গিদের উৎসব পালন	৮৯
ছয়	: মোঙ্গাল খিকুদারের ইসলাম গ্রহণ	৯০
সাত	: কারাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯১
আট	: সাহয়ুন দখল	৯২
নয়	: লাজিকিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯৪
দশ	: ক্রুসেডারদের সঙ্গে আক্কা ও ত্রিপোলি মুখোমুখি	৯৪
এগারো	: ত্রিপোলিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলতান কালাউনের মৃত্যু # ১০০

এক	: সুলতানের শেষ বছর	১০০
দুই	: আক্কায় মুসলিমদের গণহত্যা ও সুলতানের আকস্মিক ইনতিকাল	১০০
তিন	: ধ্বংসের বিলাপ	১০২

ইতিহাসের মহানায়ক
সুলতান মানসুর কালাউন

ইসলামি সভ্যতার বিকাশকাল থেকেই আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে আছে। এ জন্য আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সচেতন নাগরিকদের জন্য আবশ্যিকভাবে সে-সকল মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁরা যুগে যুগে তাঁদের শত্রুদের মোকাবিলা করে আসছেন। বিশেষত মামলুক শাসকরা আরব ও মুসলিমবিশ্বের জন্য শত্রুদের বিপক্ষে যে শ্রম ও কুরবানি দিয়েছেন, তা এককথায় অনন্য। তবে তাঁদের সংগ্রামমুখর বর্ণাঢ্য জীবনালোচনা ইতিহাসের পাতায় খুব কমই আলোচিত হয়েছে; অথবা লেখা হয়েছে। ফলে যুগপরিক্রমায় তাঁদের অনেকের আলোচনা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

মহান বীর সুলতান মানসুর কালাউন তেমনই একজন, যাঁর সম্পর্কে ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। আর যা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই বিকৃত। ফলে উম্মাহর এ সকল মহান বীরকে নিয়ে পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে প্রজন্মের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই সত্য ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য সে-সকল বীরকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ উপস্থাপন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই মিসরের প্রখ্যাত ইতিহাস-গবেষক নুরুদ্দিন খলিল *আল-মামালিক আল মুফতারা আলাইহিম* বা অপবাদে জর্জরিত মামলুকরা নামক একটি সিরিজে মিসর ও শামের কতিপয় মামলুক শাসকের ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যাঁদের শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে। বাস্তবতা হচ্ছে, ইতিহাস উল্লিখিত মামলুকদের প্রতি সুবিচার করেনি, দেয়নি তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য; অথচ কত জ্বলজ্বলে তাঁদের কীর্তি-অবদান।

এই সিরিজেরই চতুর্থ গ্রন্থ হচ্ছে *আল মানসুর কালাউন : বিনাউল হাজারাতি*।